50024 - রমযান মাসে ও অন্য যে কোন মাসে ইতিকাফ করা যেতে পারে

প্রশ্ন

ইতিকাফ কি যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে; নাকি রমযান ছাড়া ইতিকাফ করা যায় না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

বছরের যে কোন সময় ইতিকাফ করা সুন্নত; সেটা রমযানের মধ্যে হোক অথবা রমযানের বাইরে হোক। এর পক্ষে দলিল পাওয়া যায়, ইতিকাফ সংক্রান্ত সাধারণ দলিলগুলো থেকে; যেগুলো রমযান মাস ও অন্য যে কোন মাসকে শামিল করে। দেখুন 48999 নং ফতোয়া।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৫০১) বলেন:

ইতিকাফ একটি সুন্নত ইবাদত। যা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, শুধুমাত্র মান্নতের কারণে ইতিকাফ ফরজ হতে পারে। বেশি বেশি ইতিকাফ করা মুস্তাহাব। রমযানের শেষে দশদিন ইতিকাফ করা মুস্তাহাব; এ সময়ে এর মুস্তাহাব হওয়াটা আরও জোরেদার হয়।

তিনি আরও (৬/৫১৪) বলেন:

সর্বোত্তম ইতিকাফ হলো- রোযার সাথে যে ইতিকাফ; রমযান মাসের ইতিকাফ; রমযানের শেষে দশদিনের ইতিকাফ। সমাপ্ত

আলবানি তাঁর 'কিয়ামু রমযান' গ্রন্থে বলেন:

ইতিকাফ রমযানে ও রমযানের বাইরে বছরের যে কোন সময় পালন করা সুন্নত। এ বিষয়ে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক"। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাফের ব্যাপারে সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং সলফে সালেহীনদের থেকে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতে এসেছে।

উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, জাহেলী যুগে আমি মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদে হারামে এক রাত্রি ইতিকাফ করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুতরাং তোমার মান্নত পূরণ কর। ফলে তিনি এক রাত ইতিকাফ করলেন।[বুখারি ও মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের ভিত্তিতে রমযানে ইতিকাফ পালনের বিধান জোরদার হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশদিন ইতিকাফ করতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর বিশদিন ইতিকাফ করেন।[সহিহ বুখারি]

রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা সর্বোত্তম ইতিকাফ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করেছেন।[সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম, সংক্ষেপিত ও সংকলিত]

শাইখ বিন বায তাঁর ফতোয়াসমগ্র (১৫/৪৩৭) তে বলেন:

সন্দেহ নেই যে, মসজিদে ইতিকাফ করা একটি ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। রমযানে এ ইবাদত পালন করা অন্য সময় পালন করার চেয়ে উত্তম। এটি রমযানে ও রমযানের বাইরে পালন করা যেতে পারে।[সংক্ষেপিত]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ফিকহুল ইতিকাফ, পৃষ্ঠা-৪১।